আমাদের উচ্চশিক্ষা

যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুরা 'কী এবং কেন' প্রশ্ন করতে শেখে না, যে শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীন যাচাই করতে শেখে না, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বাসের আবর্তে বন্দী হয়ে পড়ে সে শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।... প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক না হলে পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা অর্থবহ করা কঠিন হয়ে পড়ে

শিশির কুমার ভট্টাচার্য

একটি জাতির সভ্যতার মানদণ্ড সে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা। উচ্চশিক্ষার দিকনির্দেশনা আসে দেশের সংবিধান থেকে। কেননা সংবিধানই হলো একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচায়ক। একাত্তরে স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের যে সংবিধান প্রণীত হয়েছে তাতেও আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক ভিত্তি ছিল গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। এই চারটি মূলনীতিকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে আমাদের সংবিধান। জাতীয় শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও এই চারটি আদর্শকে সামনে রেখে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানই আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতির উৎস। জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রথমেই নিরক্ষরতা দূর করার লক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সকল ছেলেমেয়েকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য একই পদ্ধতির একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা ও মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিল। কমিশন তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছিল। রাষ্ট্রীয় চার মৌলনীতির আদর্শেই রচিত হয়েছিল কমিশনের রিপোর্ট। প্রারম্ভেই কমিশন বলেছে, বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যাতে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সে উদ্দেশ্যে শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়বাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত হয় এবং বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য কমিশন যেসব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে কয়েকটি হলো :

ক. প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একই মৌলিক পাঠ্যসূচীভিত্তিক এক ও অভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন।

খ. শিক্ষার্থীর পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন।

গ. মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন।

ঘ. সমাজের উন্নয়নে উচ্চশিক্ষার প্রয়োগ।

ঙ. ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অনুসরণে মাধ্যমিক স্তরে নীতি ও সাধারণ ধর্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা এবং একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত বৈষম্যহীন সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

স্পষ্টতই এই সুপারিশমালা সংবিধানের প্রস্তাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। খুদা কমিশনের এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। কিন্তু তার পর তেত্রিশটি বছর পেরিয়ে গেছে। অথচ আজও আমরা শিক্ষা কমিশনের এই রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতে পারিনি। কেননা রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর পরই পটচাত্তরের পটপরিবর্তন ঘটে এবং সংবিধানেরও আদর্শগত পরিবর্তন ঘটে যায়। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র বিলোপ করে রাষ্ট্রকে ধর্মীয় রূপ দেয়ার ফলে খুদা কমিশনের সুপারিশমালার বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায়। এর পরে আর কোন সরকারই গ্রহণযোগ্য কোন শিক্ষানীতি দিতে পারেনি। মাঝে মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু দেশ ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। তা ছিল স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী। শ্রেণীবিভক্ত ও প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল এই ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বর্তমানে আমাদের কোন শিক্ষানীতি নেই। তবে শিক্ষা ব্যবস্থা একটা আছে। এই ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের মোট পাঁচটি স্তর : প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাদানের জন্য রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হলো বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মূলত তিনটি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান, গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন এবং সমাজের কল্যাণ লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ। অর্থাৎ দেশের জন্য বিপুল কর্মীবাহিনী তৈরি করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়, জাতিগত মেধা এবং মনন বিকাশের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, কারিগরি বা ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কাঠামো কিরূপ হবে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নিম্নস্তরের শিক্ষা কাঠামো নির্ণীত হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রাথমিক স্তরই বোধ করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া দরকার। আমাদের সমাজে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আসে নিম্নবিত্ত শ্রেণী থেকে। পারিবারিকভাবে লব্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যানধারণা ও জীবনদর্শন নিয়ে তারা ক্লাসে আসে। তাই শিক্ষাদানের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনয়ন। সে জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক এবং উপযুক্ত শিক্ষা কাঠামো। প্রাথমিক স্তরে এমন সব বিষয়ে শিক্ষাদান করা প্রয়োজন যাতে শিশুদের মৌলিক চিন্তা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়ে। শিশুদের করে তোলে যুক্তিবাদী। পাঠ্যসূচী ছাড়াও এখানে শিক্ষকদের একটি ভূমিকা আছে। কেননা মা-বাবার পরেই শিশুদের কাছে শিক্ষকদের স্থান। শিক্ষকদের কাছ থেকে শিশুরা যা কিছু শোনে তা-ই তারা সত্য বলে গ্রহণ করে। তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের অনুসন্ধিৎসু করে তোলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে আমাদের দেশে তিনটি ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা এবং ইংরেজী মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থায় এই বৈষম্য উচ্চশিক্ষায় ঈপ্সিত ফললাভের অন্তরায়। ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে যারা পড়ে তাদের মূল লক্ষ্য থাকে ভবিষ্যতের জীবনযাপন। মৌলিক জ্ঞান অর্জন তাদের লক্ষ্য নয়। সাধারণত উচ্চবিত্তদের সন্তানরাই এখানে পড়তে আসে। দরিদ্র অবহেলিতদের সন্তানরা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

মাদ্রাসার শিক্ষা মূলত ধর্মভিত্তিক। ফলে মৌলিক কোন অবদান রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলে যে, প্রাথমিক স্তর থেকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক করা হয়েছে। ওরা বোধহয় জানে না বা বোঝে না যে, বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকলেই শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক হয় না। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুরা 'কী এবং কেন' প্রশ্ন করতে শেখে না, যে শিক্ষাব্যবস্থায় স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে না এবং যুক্তিতর্ক বিচার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যকে যাচাই করতে শেখে না, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকাল থেকেই ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বাসের আবর্তে বন্দী হয়ে পড়ে সে শিক্ষা ব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। কাজেই ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে বিজ্ঞানভিত্তিক করা যায় না। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞানভিত্তিক না হলে পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা অর্থবহ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

(অসমাপ্ত)

দৈনিক ... 05 SEP 2007 ... পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২